গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০২০.০৬.০৬৯.১৬- ২৫২

তারিখ : ২৬ মাঘ , ১৪২৩ / ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬-০২-২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৮২.০০০.০০.০০.০৬.২০১৪(১৬/৩)-১৫, তা: ৩০-১২-১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬-০২-২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট যে সকল নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ০৮ (আট) ফর্দ।

(মো: শহিদুল ইসলাম)
উপ-সচিব
ফোন: ৯৫১৪১৬৫
shahid5903@gmail.com

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
(দৃ:আ: পরিচালক-৫)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), চট্টগ্রাম।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫। আইসিটি কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশা:/অপা:) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭। অফিস কপি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬-০২- ২০১৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তারিখ ঃ ০৬-০২-২০১৪	বর্তমান সরকারের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪ অনুসারে জ্বালানি খাতে ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। [বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪-এ জ্বালানি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ: গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করার নীতি অব্যাহত থাকবে। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও রিগ এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করা হবে। নতুন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বাংলাদেশের উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অবশিষ্ট জেলাগুলোয় গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গ্যাসের মজুদ সীমিত বিধায় ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানীর যে প্রক্রিয়া চলছে তা সম্পন্ন করা হবে এবং এজন্য মহেশখালী দ্বীপে এলএনজি টার্মিনালসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।]	গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যাদি চলমান আছে। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও রিগ এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করা এবং নতুন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারে অগ্রাধিকার দেয়াসহ বাংলাদেশের উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রচেষ্টা জোরদার করার কার্যাদি চলমান আছে। অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনের জন্য বাপেক্স কর্তৃক রূপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের জন্য ১০৮টি কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য এলাকা ভিত্তিক ১০টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, বাপেক্স ব্লক-৮ এবং ১১ তে ৩,০০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করেছে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, কূপ খনন ও গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনাকালে উদ্ভূত সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের জন্য ২৫০ কোটি টাকার জরুরী তহবিল গঠন করার কার্যক্রমও নেয়া হয়েছে। সমুদ্রাঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর জন্য ২০১৪ সালে এসএস-০৪, এসএস-০৯ এবং এসএস-১১ ব্লকের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে গভীর এবং অগভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান উপযোগী ব্লকের সংখ্যা ২৬ টি। এ সকল ব্লকের ভূ-গঠন, তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং Database তৈরী করে তা আগ্রহী আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির কাছে বিক্রয় এবং বিডিং রাউন্ডে অধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে Multi-Client Seismic Survey পরিচালনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২ (দুই) বার দরপত্র আহবান করা হয়। যোগ্য বিডারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদনের জন্য ১৮-০৭-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১২, ডিএস-১৬ ও ডিএস-২১ হতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলনের জন্য 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০' এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র ব্লক ডিএস-১২ এর জন্য Posco Daewoo Corporation এর সাথে চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত স্বাক্ষর হবে। গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে Revised Model PSC 2012 সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করে Draft Onshore Model PSC 2016 এবং Draft Offshore Model PSC 2016 আলাদা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে খুলনা পর্যন্ত আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় জাতীয় গ্যাস গ্রীড হতে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর মাওয়া পয়েন্টে নির্মাণাধীন পদ্মাসেতুর উপর দিয়ে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.১৫ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে দৈনিক ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং ৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)।
২.		২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য জ্বালানি খাতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দেশের জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে চাহিদা ও যোগানে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান পূরণ তথা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: ক) গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম : সদ্য আবিষ্কৃত রূপগঞ্জসহ দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ফিল্ডের সংখ্যা ২৬টি, যার মধ্যে ২০টি বর্তমানে উৎপাদনে আছে। বর্তমানে এ সকল ফিল্ড হতে দৈনিক ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় কোম্পানি বাপেক্সকে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে কারিগরীভাবে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ১০৮টি কূপ (৫৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৫টি উন্নয়ন কূপ এবং ২০টি ওয়ার্কওভার কূপ) খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা Gazprom -এর সাথে ১৫টি কূপ খননের জন্য মূল চুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে ৫টি Addendum চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে আলোকে ১৫টি কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে আরো ২টি কূপ খননের জন্য Addendum-6 অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। ভেটিং এর পর্যায়ে রয়েছে। তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ৪টি কূপ (তিতাস#২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬) খননের লক্ষ্যে Sinopec International Petroleum Service Corporation, PRC এর সাথে ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আলোকে Sinopec ১৭-১২-২০১৫ তারিখে তিতাস#২৫ কূপ খনন কার্যক্রম শুরু করে ৩৫৬০ মিটার গভীরতা (Vertical) পর্যন্ত খনন শেষ করে পরীক্ষণপূর্বক কূপটি ২৯-০৩-২০১৬ তারিখে সম্পন্ন করেছে। গত ০২-০৪-২০১৬ তারিখে তিতাস#২৬ কূপ খনন কার্যক্রম শুরু করে ৩৮৪৭ মিটার গভীরতা (Deviated) পর্যন্ত খনন শেষ করে পরীক্ষণপূর্বক কূপটি ০২-০৭-২০১৬ তারিখে সম্পন্ন করে। গত ১৮-০৭-২০১৬ তারিখে তিতাস#২৪ কূপ খনন কার্যক্রম শুরু করে ৩৯২২ মিটার গভীরতা (Deviated) পর্যন্ত খনন শেষ করে পরীক্ষণপূর্বক কূপটি সম্পন্ন করার পর্যায়ে আছে। তিতাস#২৩ কূপটির খনন কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৬ এ শুরু করে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়। খ) <u>সমুদ্রাঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:</u> (খ-১) প্রতিবেশি দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকসমূহকে পুন:বিন্যাস করে নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুমোদিত মডেল পিএসসি ২০১২-কে সংশোধন/পরিমার্জণপূর্বক আরও আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করে অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পাওয়ার সেল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Rural Electrification & Renewable Energy Development (RERED-II) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মডেল পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে ৬টি শর্টলিষ্টেড প্রতিষ্ঠানের নিকট RFP প্রেরণ করা হবে। (খ-২) অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রসেসিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ০১ জুন ২০১৬ তারিখ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের ইন্টারপ্রিটেশন ফলাফল পেট্রোবাংলায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের ফলাফলে ৯/১০টি স্ট্রাকচার সনাক্ত করা হয়েছে। এ সকল স্ট্রাকচারের সঠিক বিস্তৃতি এবং হাইড্রোকার্বন মজুদের বিস্তারিত জানতে ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপের প্রয়োজন হবে। আগামী ২০১৭ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এ ব্লকে স্যান্টোস কর্তৃক ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরীপের কাজ শুরু হবে। (খ-৩) অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম ০৮-০২-২০১৬ তারিখে শুরু হয় এবং ০৮-০৪-২০১৭ তারিখে তা সমাপ্ত হবে। এরপর ডাটা প্রসেসিং এর কার্যক্রম শুরু হবে। (খ-৪) "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১২ এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূল্যায়িত সফল বিডার (Posco Daewoo) এর সাথে চুক্তি অনুস্বাক্ষর হয়েছে। অনুস্বাক্ষরিত পিএসসিতে ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। (খ-৫) সমুদ্রাঞ্চলে স্বাক্ষরিত ব্লকসমূহ এবং গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১০ এবং ডিএস-১১ ব্যতীত সমুদ্রাঞ্চলের অবশিষ্ট অংশে Non- Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey'র জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। সফল কাম বিডারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির ০৩-০৮-২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহবায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভা ০১-০৯-২০১৬ ও ০৪-১২-২০১৬ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। (খ-৬) "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১০ ও ডিএস-১১ এবং এসএস-১০ এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৮-০৯-২০১৬ তারিখে এ সকল ব্লকের জন্য EOI আহ্বান করা হয়। Kris Energy (Asia) Limited, Posco Daewoo Corporation এবং Statoil ব্লক ৩টির জন্য EOI দাখিল করেছে। EOI মূল্যায়ন শেষে গত ০৩-১১-২১৬ তারিখে ৩টি কোম্পানি বরাবরে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা ছিল ২০-১২-২০১৬ তারিখ। কিন্তু কোন কোম্পানি এতে অংশগ্রহণ করেনি।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			গ) <u>দেশীয় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রম :</u> দেশীয় কয়লা জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা খনির মজুদের পরিমাণ ৩৫৬৫ মিলিয়ন টনের অধিক। বর্তমানে একটি কয়লা খনি (বড়পুকুরিয়া) হতে সীমিত আকারে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন। বর্তমানে এ খনি হতে দৈনিক ৪৫০০-৫০০০ মেট্রিক টন হারে কয়লা উৎপাদন করা হচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: (গ-১) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোল বেসিনের সেন্ট্রাল পার্ট সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খনি বর্ধিতকরণের উদ্দেশ্যে "Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the Southern and the Northern side of the basin without interruption of the present production" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৪২তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুনভাবে প্রাক্কলন করে কোম্পানির ২৪৬তম পর্ষদ সভায় অনুমোদন নেওয়া হয়। কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরী মূল্যায়নে প্রথম স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান JOHN T BOYD COMPANY Mining and Geological Consultants Pittsburgh, Pennsylvania, USA- এর সাথে গত ২১-২৩ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে আর্থিক নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া গত ২৯-০৯-২০১৬ তারিখে Payment সংক্রান্ত বিষয়ে পুনঃনিগোসিয়েশন করা হয়েছে। ৩১-০১-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আগামী ১৬-০২-২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। (গ-২) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তরাংশে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা জরিপ সম্পন্নের লক্ষ্যে EOI এবং TOR কোম্পানির ২৪৫তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ এ বিষয়ে জিএসবি'র মতামত নিয়ে পুনরায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করে। সে অনুযায়ী জিএসবি'র মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে জিএসবি বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জিএসবি তাদের মতামত সংবলিত একটি পত্র ২৬-০৪-২০১৬ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করে। জিএসবি হতে প্রাপ্ত মতামতের ওপর কার্যপত্র প্রস্তুত করে কোম্পানির ২৪৭তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে: ১) বড়পুকুরিয়া আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণের জন্য চলমান ফিজিবিলিটি স্টাডি কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার অনুমোদন; ২) ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মতামত অনুযায়ী কোল বেসিনের উত্তরাংশের ১.৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকা হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না বিধায় উত্তরাংশের ১.৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকা হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ পরিচালনা এ পর্যায়ে স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তরাংশের উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা জরিপ কাজ স্থগিত আছে। (গ-৩) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নের জন্য ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে কোম্পানির ২৪২তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে 3D Seismic Survey অন্তর্ভুক্ত করে স্টাডি প্রোপোজাল চূড়ান্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী স্টাডি প্রোপোজালটি সংশোধনপূর্বক ২৪৪তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ প্রত্যাশা অনুমোদন প্রদান করে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত স্টাডি প্রোপোজাল মোতাবেক ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার জন্য কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে RFP ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের দাখিলকৃত RFP মূল্যায়নের কাজ চলছে। অপরদিকে স্টাডি প্রোপোজালটির অনুকূলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। আর্থিক ছাড়পত্র সহকারে স্টাডি প্রোফর্মাটি অনুমোদনের জন্য এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে ০২-০২-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে গতানুগতিক উৎস ছাড়া অন্যান্য উৎস হতে গ্যাস আহরণ করা হচ্ছে। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে প্রায় এক কিলোমিটার গভীরতায় অবস্থিত জামালগঞ্জ কয়লা খনি হতে Coal Bed Methane (CBM) উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকল্পে Mining Associates PVT. Ltd. (MAPL), India-এর সাথে ২১-০৬-২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে ৩টি কূপেরই খনন কাজ শেষ হয়েছে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			ঘ) জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি : দেশে জ্বালানির চাহিদা ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ঘাটতি বিরাজ করছে। তবে এ পরিস্থিতিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে না। অদক্ষ ব্যবহারের কারণে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক জ্বালানির প্রয়োজন হচ্ছে। এ জন্য আবাসিক খাতে গ্যাসের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রিপেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। সিএনজি ও শিল্প খাতে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে সকল শ্রেণির গ্রাহককে ইলেকট্রনিক মিটারিং এর আওতায় আনা হবে (বিস্তারিত ক্রমিক নং ১১-এ উল্লেখ করা হয়েছে)। পরামর্শক সেবা গ্রহণের মাধ্যমে শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ এবং জ্বালানি সাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পটি ৩১-০৩-২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত তিনটি পাইলট প্রোগ্রামের জ্বালানি সাশ্রয়ের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শক সেবার ফলাফল সংশ্লিষ্ট গ্যাস গ্রাহক/ Stakeholder পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচার এবং গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণার্থে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কারিগরী কমিটি কাজ করছে। ঙ) জ্বালানি ঘাটতি পূরণের জন্য এলএনজি আমদানী : বর্তমানে দেশে দৈনিক ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ৫৫টি অনুসন্ধান কূপ খনন, ৩২টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২৩টি কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল কূপ হতে আনুমানিক দৈনিক ৯৪৩-১১০৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। তবে চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। তাই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং ৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)।
৩)		প্রস্তাবিত কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণের পূর্বে কয়লা উত্তোলনের জন্য কৃষি জমির সর্বনিম্ন ক্ষতি নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান লাভের জন্য অপেক্ষা করা হবে।	প্রস্তাবিত কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণের পূর্বে কয়লা উত্তোলনের জন্য কৃষি জমির সর্বনিম্ন ক্ষতি নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে Monash and RMIT Universities অস্ট্রেলিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ০৮-১৭ মার্চ, ২০১৫ সময়কালে একটি প্রতিনিধিদল অস্ট্রেলিয়া সফর করেছে। এর ধারাবাহিকতায় অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ সহযোগিতার আওতায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরে কর্মরত ৬০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কর্মকর্তাদের জন্য নেদারল্যান্ডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা উন্নত প্রযুক্তির সম্যক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাবেন।
৪)		কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের প্রয়োজনে যে জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• কয়লা খনির জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • খনি এলাকায় বসবাসরত ভূমিহীন পরিবারের আশ্রয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রায়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় ৩০ একর জমির উপর ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪ টি ব্যারাক হাউস অর্থাৎ ৩২০টি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা ভূমিহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। • ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে খনিতে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন, কবরস্থান উন্নয়নসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য সহায়তা করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কোম্পানীর সিএসআর ফান্ড হতে মাসিক ২০ কেজি চাল ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২,১০০/- (দুই হাজার একশত) টাকা হারে রেশন দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও এ রেশনের আওতায় পঙ্গু ও অসহায় শ্রমিকদের ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) এবং খনিতে দূর্ঘটনাজনিত কারণে নিহত শ্রমিকদের পোষ্যগণ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। • বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। • কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে প্রতিটি শ্রমিককে বার্ষিক ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। • ভবিষ্যতে অন্যান্য কয়লাক্ষেত্র গুলো উন্নয়নের ফলে যে জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি ঘটবে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনসহ অন্যান্য কার্যক্রম উন্নত দেশে বিদ্যমান পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

মোঃ [signature] ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৫)		কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের জন্য দেশীয় কয়লা খনি ব্যবহার না করে কয়লা রপ্তানীকারী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলোচনা করে তাদের কয়লা খনি দীর্ঘমেয়াদী লীজ গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	পেট্রোবাংলার প্রস্তাব মোতাবেক ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সংশ্লিষ্ট দেশের কয়লা খনির লীজ প্রদান সম্পর্কিত তথ্যাদি/নীতিমালা সংগ্রহপূর্বক প্রেরণ করার জন্য এ বিভাগ হতে ২৭-০১-২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পত্র পাওয়া গেছে। উক্ত পত্র থেকে জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় কোল মাইন লিজ নেয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে একটি কোম্পানির মালিকানা গ্রহণের পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল সরকারের অনুমতিক্রমে প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব আইন অনুযায়ী কয়লা ক্ষেত্র/খনি লিজ প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্নের জন্য একটি ল'ফার্ম, একটি একাউন্টিং ফার্ম এবং কোল এক্সপার্ট নিয়োগ করতে হবে। কয়লা ক্ষেত্র পরিচালনাকারী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমেও লিজ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। লিজ নেয়ার ক্ষেত্রে কি ধরণের এবং কি পরিমাণ কয়লা লাগবে সে বিষয়টি বিবেচ্য। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম, চীন-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিচালনা করছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা ব্যতীত স্বাধীনভাবে কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদনের অভিজ্ঞতা এ কোম্পানির নেই। বিদেশে কয়লা ক্ষেত্র লিজ নিয়ে কয়লা উৎপাদনের কারিগরী ও আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য আরো কিছু সময় প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের পর এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, বেসরকারী খাতকে অস্ট্রেলিয়ায় বা অন্য কোন দেশে লিজ গ্রহণের মাধ্যমে কয়লা খনি পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
৬)		দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতার বিষয় বিবেচনায় রেখে LNG সরবরাহের লক্ষ্যে Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপনের জন্য গৃহীত উদ্যোগ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ক) ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি আমদানির জন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাথে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তারা মহেশখালিতে জিও ফিজিক্যাল ও জিও টেকনিক্যাল স্টাডি সম্পাদন করছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ভাসমান টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন সমাপ্ত হবে। এ বিষয়ে মহেশখালি-আনোয়ারা ৩০'' ব্যাসের ৯১ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। শুধুমাত্র সিটি গেট মিটারিং স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে। জুন'২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। মহেশখালিতে দ্বিতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য Summit Corporation Limited এর প্রস্তাব বিষয়ে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি'২০১৭ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
৭)		ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় স্থাপিতব্য FSRU থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় স্থাপিতব্য FSRU থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানির উদ্যোগটি বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ North West Power Generation Company Ltd (NWPCL) কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জিটিসিএলকে Bangladesh Territory-তে Pipeline স্থাপন করতে হবে। Stakeholder-দের মধ্যে LNG আমদানির Modality প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ বিষয়ে একটি Draft MOU গত ২১-১০-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া ২৬ নভেম্বর হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মুম্বাই এ অনুষ্ঠিত সভায় LNG আমদানি সংক্রান্ত Term Sheet স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে Gas Sales Agreement (GSA)-এ কি ধরনের শর্তাবলী থাকা আবশ্যক সে বিষয়ে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে NWPGCL কর্তৃক Consultant নিয়োগ করা হয় এবং এ বিষয়ে Consultant এর মতামত অনুযায়ী ০৭-০৩-২০১৬ তারিখে Term Sheet পরিমার্জন করতঃ NWPGCL ও HEECPL কর্তৃক উহা অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে এবং Gas Sales Agreement এর Draft চূড়ান্ত করণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে গত ১৩ ও ১৪ মে ২০১৬ তারিখে NWPGCL ও কর্তৃক জিটিসিএল এর প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক Gas Intake ও Gas Delivery'র সীমান্তবর্তি স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। NWPGCL এর আবেদন ও বিদ্যুৎ বিভাগের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২১-০৭-২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সীমান্তবর্তী স্থান মহোনপুর থেকে যশোর পর্যন্ত Inter-connecting গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের কর্মপরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			এ প্রেক্ষিতে Advance action হিসেবে জিটিসিএল কর্তৃক সীমান্তবর্তী স্থান থেকে যশোর পর্যন্ত নির্মিতব্য Inter-connecting গ্যাস পাইপলাইনের Route Survey এর জন্য দরপত্র আহবান করে M/S Engineering Survey Ltd.-এর অনুকূলে ১৪-০৮-২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান Preliminary Route Survey সম্পন্নপূর্বক Detailed Route Survey 'র কাজ শুরু করেছে যা সমাপ্তির পর্যায়ে আছে।
৮)		জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter সংযোগের চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হবে।	জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter সংযোগের চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল : ক) একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ (টিজিটিডিসিএল) কর্তৃক মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া এলাকায় ৪৫০০টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। খ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ৮৬০০টি প্রি-পেইড আবাসিক মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০১৫ তারিখের মধ্যে কার্য সম্পাদনের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৮৬০০ টি প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ) জাইকার অর্থায়নে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল) কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ঘ) সকল বিতরণ কোম্পানীকে শিল্প গ্রাহকদের Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তদানুযায়ী বিতরণ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত টিজিটিডিএসএল ১২০৩টি, বিজিডিসিএল ১৪৭টি, কেজিডিসিএল ২৪৭টি, জেজিটিডিসিএল ৫৪টি এবং পিজিসিএল ২৫টি গ্রাহক পর্যায়ে ইভিসি মিটার স্থাপন করেছে।
৯)		গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের সঞ্চিতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে এর দ্বারা জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে এডিপি বরাদ্দের (জিওবি ও প্রকল্প সহায়তা) ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।	বর্তমানে পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানিসমূহে Annual Development Programme (ADP)-এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে মূলধনী খাতে বিনিয়োগ নির্বাহ করার বিষয়টি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে গ্যাসের মূল্য সমন্বয় করে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করতঃ গ্যাস সেক্টরের ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ইতোমধ্যে ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৯২৯.৭৯ কোটি টাকা। উক্ত ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১১টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট ১৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫টি নতুন প্রকল্প। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ব্যবহার করে আরো বেশি সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে এডিপি বরাদ্দের উপর নির্ভরশীলতা আরও হ্রাস পাবে।
১০)		প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালী করণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে এবং এর অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে : • <u>ভূতাত্ত্বিক জরিপ ঃ</u> ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপকৃত এলাকার প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলছে এবং চলতি অর্থবছরের অর্ন্তভূক্ত বাতচিয়া/শমশের নগর ভূ-গঠন, সিলেট এলাকায় ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জরিপের প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। • <u>দ্বিমাত্রিক জরিপ ঃ</u> ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ফেনী-সীতাকুন্ড, সেমুতাং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সাউথ (মাধবপুর), শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও খুলনা এলাকায় ১০০০ লাইন কি. মি. দ্বিমাত্রিক জরীপ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জুলাই-অক্টোবর, ২০১৬ মাসে সর্বমোট ১৭৬ লাইন কি. মি. উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। নভেম্বর, ২০১৬ মাসে মোট ১৪৭ লাইন কি. মি. উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২৩ লাইন কি. মি. উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। • <u>ত্রিমাত্রিক জরিপ ঃ</u> ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোবারকপুর এবং নরসিংদি গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় ৫০০ বর্গ কি.মি. ত্রিমাত্রিক জরিপ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে নরসিংদি এলাকায় চলতি মাসে সর্বমোট ৪ বর্গ কি: মি: উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। • <u>অনুসন্ধান কূপ ঃ</u> মোবারকপুর-১ নং কূপ ২২-৮-২০১৪ তারিখে খনন শুরু হয়ে ২৭-০৩-২০১৬ তারিখে ৪৬২৪ মিটারে খনন সম্পন্ন হয়েছে। কূপ পরীক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			সেমুতাং সাউথ-১: জমি হুকুম দখলের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং অনুমোদনপত্র ডিসি বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। শাহবাজপুর ইষ্ট-১: ভূমি ভরাট/উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যৌথ জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৭ নাগাদ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে। সংশ্লিষ্ট পূর্ত নির্মাণ কাজসমূহের দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়েছে। শ্রীকাইল নর্থ-১: জমি হুকুম দখলের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং অনুমোদনপত্র ডিসি বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। মোবারকপুর সাউথ-ইষ্ট-১: জমি হুকুম দখলের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং অনুমোদনপত্র ডিসি বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। • <u>উন্নয়ন কূপ ঃ</u> সুন্দলপুর-২ খননের প্রস্তুতি চলছে। উল্লেখ্য যে, সুন্দলপুর-২ এ পূর্ত নির্মান কাজ, বৈদেশিক মালামাল সংগ্রহ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। রিগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে খনন কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। তবে ডিসেম্বর শেষ নাগাদ খনন শুরু হবে বলে আশা করা যায়। • <u>ওয়ার্কওভার কূপ ঃ</u> শাহবাজপুর-১, ২ ও ৪ এবং তিতাস-১, ২ ও ৫ এ ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিতাস-২, তিতাস-৫ এবং শাহবাজপুর-৪ এর ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। শাহবাজপুর-১, ২ এ ওয়ার্কওভার এর প্রস্তুতি চলছে। তিতাস-১ এ ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলছে। তিতাস-১ এ ওয়ার্কওভার এর জন্য রিগ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। • <u>মানব সম্পদ প্রশিক্ষিত করা ঃ</u> গত মার্চ, ২০১৪ হতে অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ২৪০ জনকে বৈদেশিক এবং ৭৬৫ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
১১)		বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে জ্বালানি খাতে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ সমূহের অর্থায়ন, জিওবি'র অর্থায়ন, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে জ্বালানি খাতে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান।
১২)		জ্বালানি তেলের বর্ধিত চাহিদা পূরণকল্পে ইস্টার্ণ রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপনের চলমান কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	ক) এ প্রকল্পের Project Management Consultant হিসেবে Engineers, India Limited (EIL) কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খ) প্রকল্পের FEED ডকুমেন্ট তৈরির জন্য Technip, France এর সাথে ১৮-০১-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তারা ৯ মাসের মধ্যে FEED ডকুমেন্ট প্রস্তুত করবে। গ) এ প্রকল্পের জন্য ৩০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধিত আকারে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩)		রিফাইনারীতে তেল পরিবহন নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Single Point Mooring (SPM) অবিলম্বে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	ক) SPM প্রকল্পের জন্য ILF, Germany কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। খ) প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) এর সাথে ২৯-১২-২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ) China Exim ব্যাংকের সাথে আর্থিক বিষয়ে নেগোশিয়েশনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪)		ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারী থেকে জ্বালানি তেল রপ্তানীর প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	(ক) এ পাইপলাইনের ১৩০ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ভারতীয় অংশের ৫ কিঃ মিঃ ভারতীয় অর্থে এবং বাংলাদেশ অংশের ১২৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। পাইপলাইন নির্মাণ ব্যয় পরবর্তীতে প্রতি ইউনিট তেলের মূল্যের সাথে সমন্বয় করে আদায়যোগ্য হবে। (খ) বিপিসি ভারতীয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নুমালীগড়-পার্বতীপুর পাইপলাইনের ড্রইং/ডিজাইন প্রস্তুত করছে। (গ) আমদানিকৃত ডিজেলের মূল্য নির্ধারিণের বিষয়ে বিপিসি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। শীঘ্রই একটি পদ্ধতি বের করে ভারতীয় পক্ষকে অবহিত করা হবে। (ঘ) পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে Working Group গঠন করা হয়েছে। গঠিত Working Group পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে Buyer-Seller Agreement এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে, চূড়ান্ত প্রিমিয়াম নির্ধারণ করেছে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Time Bonded Work Plan প্রস্তুত করছে।

মোঃ [illegible] ইসলাম
[illegible] সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			(ঙ) BPC ও NRL এর Working Group এর সভা ২৮/২৯-০৯-২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় NRL বহন করবে। পাইপলাইন নির্মাণের বিনিয়োগের বিপরীতে বিপিসি কর্তৃক কোনো অর্থ NRL কে পরিশোধ করতে হবেনা মর্মে নীতিগতভাবে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যারেল প্রতি মার্কিন ডলার ৫.৫০ প্রিমিয়াম নির্ধারণেও উভয় পক্ষ নীতিগতভাবে সম্মত হয়। (চ) বাংলাদেশ ও ভারতের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে দিল্লীতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ ও পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহতব্য ডিজেলের প্রিমিয়ামের বিষয়ে গত ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় সম্মত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়। NRL এর পক্ষ থেকে সভায় অবহিত করা হয় করা হয় যে, ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত Line of Credit এর আওতায় ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ NRL কর্তৃক নির্মাণ করা হবে। সভায় বিপিসি'র পক্ষ থেকে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় Line of Creadit এর বিয়য়ে কোনো আলোচনা বা এরূপ কোনো বিষয়ে উভয়পক্ষ সম্মত হয়নি। তাই বর্ণিত Line of Credit ব্যতিত নিজস্ব অর্থায়নে NRL-কে পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়। NRL/ভারতীয় পক্ষ হতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।
১৫)		ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	১৯-০১-২০১৬ তারিখের একনেক সভায় "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" প্রকল্পটি শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৬২.৭০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৮। প্রকল্পটি ০৭-০৮-২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। <u>নতুন প্রকল্প:</u> 'সমুদ্র সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও দুর্যোগ সমীক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৬)		দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে এবং পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এলপিজি'র ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।	১। দেশে ব্যাপকভিত্তিতে এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলপিজি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলপত্রের সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলপিজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন নীতিমালা-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আরো নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে এলপিজি'র ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহস্থলী কাজ ছাড়াও মোটরযানের জ্বালানি (অটো গ্যাস) হিসেবে, শিল্প কারখানায় ও উচ্চ ভবনে, বহুতল আবাসিক ভবনে রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি ব্যবহারের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধনের জন্য নতুন বিধি, অধ্যায় সংযোজন, প্রতিস্থাপন করে তরলীকৃত এলপিজি নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০০৪ এর খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য ০৪-০১-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।